দৈনিক জনকণ্ঠ

146

তারিখ NOV. 1 1 1999
পৃ: ৭ কলাম ৪

হরতালের ক্ষতি পোষাতে ছুটির দিনেও ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়া হতে পারে

ইলিয়াস খান ॥ হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য রাজধানীসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটির দিনে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপেক্ষায়। চলতি মাসে অনুষ্ঠিতব্য একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ শুক্রবার পরীক্ষা নেয়ার রুটিন প্রণয়ন করেছে।

দেশের লক্ষাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে বছরের শেষ তিন মাস। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলসহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পরীক্ষার চাপ থাকে। স্কুলগুলোতে যেমন থাকে ফাইনাল পরীক্ষা, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে কোর্স ফাইনাল, স্নাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর ফাইনাল পরীক্ষা, ইয়ার ফাইনাল। টেস্ট পরীক্ষা থাকে কলেজগুলোতে। পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য এই সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ ক্লাসও নেয়া হয়। কিন্তু সব কিছু মুখ থুবড়ে পড়ে হরতালসহ নানা রাজনৈতিক কর্মসূচীর

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

হরতালের ক্ষতি

(প্রথম পাতার পর)

কারণে। আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই হচ্ছে বছরের শেষ তিন মাস হরতালসহ নানা কঠোর কর্মসূচী পালন করা। এ বছরও তাই হচ্ছে।

চলতি মাসের প্রথমদিকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ইতোপূর্বে ৭ থেকে ১৭ নবেম্বরের মধ্যে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ আদেশ প্রত্যাহার করা হলেও এর আগেই রুটিন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু নবেম্বর মাসে ইতোমধ্যে ৪ দিন হরতাল পালিত হয়েছে। একদিন ছিল শব-ই-মেরাজের ছুটি। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটি তো রয়েছেই। ফলে পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে অনেক। এই অবস্থার অবসানকল্পেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো বিকল্প উদ্যোগ নিচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন; বহু চেষ্টা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত করেছি। কিন্তু কয়েকদিনের হরতালে অনেক পিছিয়ে পড়েছি। তিনি বলেন, একটি পরীক্ষা সময়মতো অনুষ্ঠিত না হলেই কমপক্ষে ২০ দিন পিছিয়ে পড়তে হয়। এজন্যই ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তবে কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়ত তা করা যাবে না। কেননা এক্ষেত্রে দু'টি পরীক্ষার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ দিন গ্যাপ রাখতে হয়। এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম। টিউটোরিয়াল, ইনকোর্স এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা বন্ধের মধ্যে নেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। উপাচার্য বলেন, এই মাসেই অনুষ্ঠিতব্য একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, চলতি মাসে অনুষ্ঠিতব্য ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারি) পরীক্ষার নিয়ম করা হয়েছে যে, কোন পরীক্ষা হরতালের কারণে বন্ধ হয়ে গেলে কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই পরবর্তী শুক্রবার ঐ পরীক্ষা নিয়ে নেয়া হবে। আশা করি এর ফলে অনেক সময় বাঁচানো যাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক বিনয় রতন বড়ুয়া বলেন, তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা এভাবে নেয়া সম্ভব নয়। কেননা অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চার ঘণ্টার। এই পরীক্ষা শুক্রবার নেয়া অসম্ভব। রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের একটি টেস্ট পরীক্ষা আগামী শুক্রবার নেয়া হচ্ছে। গত সোমবারের হরতালের কারণে এই পরীক্ষা নেয়া যায়নি। ভিকারুননিসা স্কুলের অধ্যক্ষা হামিদা আলী বলেন, শুধু টেস্ট পরীক্ষাই নয়, আগামীতে অন্যান্য পরীক্ষা ও ক্লাসও শুক্রবার নেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। না হলে আমরা পাঠ্যক্রম শেষ করতে পারব না।

এভাবেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটির দিনে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে এগিয়ে আসছে।